প্রথম আলো

তারিখ ... 21 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

অস্ত্রধারীদের সামনে পেয়েও ধরেনি পুলিশ, এখন খুঁজছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে, ছাত্রদলের আটজনকে আসামি করে মামলা

শরিফুল হাসান ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় প্রকাশ্যে অস্ত্রের ব্যবহার হলেও পুলিশ তাদের ধরেনি। বহিরাগত অস্ত্রধারীরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই যেভাবে ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়িয়েছে, তাতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ বিষয়ে পুলিশের ভাষ্য, অস্ত্রধারীরা তাদের সামনে অস্ত্র বের করেনি।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার এ কে এম শহীদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ চলাকালে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনেই সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মহড়া দিতে দেখা গেছে। কিন্তু পুলিশ তাদের কেন গ্রেপ্তার করল না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করেছি, কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হলো না। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অস্ত্রধারীরা তাঁদের চোখের সামনে পড়েনি।'

ঘটনার দুই দিন পর পুলিশ বলছে, সোমবারের সংঘর্ষে জড়িত অস্ত্রধারীদের তারা খুঁজছে। গতকাল রাত পর্যন্ত এদের গ্রেপ্তার তো দূরে থাক, সুনির্দিষ্টভাবে

অস্ত্রধারী এই সন্ত্রাসীকে খুঁজছে পুলিশ ● ফাইল ছবি

চিহ্নিতও করতে পারেনি পুলিশ। থানা ও গোয়েন্দা পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, ওই সংঘর্ষে ছাত্রদলের উভয় পক্ষ ১৫-২০ জন বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে আসে। টিভির ভিডিওচিত্র ও পত্রপত্রিকায়

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩ ● সম্পাদকীয় : পৃষ্ঠা-১২

অস্ত্রধারীদের সামনে পেয়েও ধরেনি পুলিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত ছবি দেখে এদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। ঘটনা তদন্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আট সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

এ ঘটনায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আটজনকে আসামি করে গতকাল শাহবাগ থানায় একটি মামলা হয়েছে। ছাত্রদলের ডাকা গতকালের ধর্মঘট বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিকভাবে পালিত হয়েছে। অনেক বিভাগে ক্লাস হয়নি। তবে নির্ধারিত সব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ছাত্রদলের দুই পক্ষই বহিরাগত ক্যাডারদের নিয়ে এসেছিল, যারা পেশাদার সন্ত্রাসী। এদের মধ্যে মিরপুরের রহমত, সন্ত্রাসী আব্বাসের সহযোগী পাপেল, মহানগর ছাত্রদলের নেতা ইসহাক সরকার, পুরান ঢাকার ক্যাডার হামিদসহ কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। সংঘর্ষের সময় সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও বঞ্চিতদের চাপাতি, রড ও ককটেল সরবরাহ করেন বলে জানতে পেরেছে পুলিশ।

তবে অস্ত্রধারী যে সন্ত্রাসীর ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তার নাম-পরিচয় এখনো স্পষ্ট নয়। কেউ বলেছে, তার নাম মোগল, কেউ বলেছে টিটু বা পাশা। তবে পুলিশ পাশা নামটি নিশ্চিত করে বলেছে, ঢাকা কলেজসহ বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রদলের হয়ে এর আগেও বিভিন্ন সংঘর্ষে সে অংশ নিয়েছিল। তার বাড়ি ঝিনাইদহে। শাহবাগ থানার একজন কর্মকর্তা বলেন, ওই সন্ত্রাসী যে অস্ত্রটি ব্যবহার করেছিল, তা সেভেন পয়েন্ট ৬২ রিভলবার।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানান, সোমবার সংঘর্ষ চলাকালে নীলক্ষেত দিয়ে কিছু অস্ত্র আনা হয়, যেগুলো পরে ছাত্রদলের বঞ্চিত নেতা-কর্মীদের কাছে যায়। কারা তাদের এই অস্ত্র সরবরাহ করল, তা খোঁজা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ডিএমপি কমিশনার শহীদুল হক বলেন, পত্রপত্রিকায় অস্ত্রসহ যেসব সন্ত্রাসীর ছবি ছাপা হয়েছে, তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের অচিরেই গ্রেপ্তার করা হবে।

মামলা : সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রদলের আট নেতাকে আসামি করে গতকাল একটি মামলা করে পুলিশ। মামলার বাদী শাহবাগ থানার এসআই নাসিম। এজাহারে ওই সংঘর্ষের জন্য ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের দায়ী করা হয়েছে।

আসামিরা হলেন ছাত্রদলের শহীদুল ইসলাম, আমিরুজ্জামান খান, আনিসুর রহমান, আসাদুজ্জামান, তরিকুল ইসলাম, ফেরদৌস আহমেদ ও মাহবুবুল আলম।

পুলিশ কমিশনার শহীদুল হক সাংবাদিকদের জানান, মামলায় আটজনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা দুই-তিন শ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আংশিক ধর্মঘট : ছাত্রদলের ডাকা ধর্মঘটের কারণে কাল অনেক বিভাগেই ক্লাস হয়নি। তবে সব পরীক্ষা হয়েছে বলে জানান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহালুল হক মজুমদার। অবশ্য বিএনপিপন্থী সাদা দলের শিক্ষকেরা অনেকেই ক্লাস নেননি বলে অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিষয়টি দুঃখজনক। শিক্ষকের প্রথম কাজ ক্লাস নেওয়া। ছাত্ররা আসবে, কিন্তু ক্লাস হবে না এমনটি হওয়া উচিত নয়।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গতকাল বেলা তিনটায় পল্টনে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছে। এতে ছাত্রদল অভিযোগ করে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মদদে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। সমাবেশে বক্তৃতা করেন সাংসদ শহীদ উদ্দীন চৌধুরী, ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

ছাত্রলীগের সংবাদ সম্মেলন : ধর্মঘটের বিরোধিতা করে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ করে। বিকেলে তারা মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলন করে। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ অভিযোগ করে, ছাত্রলীগ সহঅবস্থানে বিশ্বাস করে। তাই ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর ছাত্রদল ক্যাম্পাসেই আছে। কিন্তু এক বছর পর তারা মিথ্যা অভিযোগ করে ধর্মঘট ডাকল। পুরো ঘটনাই তাদের পূর্বপরিকল্পিত।

উপাচার্যের সংবাদ সম্মেলন : পদত্যাগের দাবি ওঠা এবং ছাত্রদলের অভিযোগের বিষয়ে উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গতকাল দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি বলেন, একজন উপাচার্যের পদত্যাগ যে কেউ চাইতে পারে। কিন্তু যে কারণে পদত্যাগ চাওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে ছাত্রদল জঘন্য মিথ্যাচার ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে।

উপাচার্য বলেন, 'সোমবার ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কোনো কর্মসূচি ছিল না। রোববার গভীর রাতে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শহিদ উদ্দীন চৌধুরী ফোন করে বলেন, ছাত্রদলের নতুন কমিটির নেতারা আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি তাঁকে অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে নিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এমন কিছু না করতে বলি। এরপর সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে তিনি আবার ফোন করে জানান, ছাত্রদলের নেতারা দেখা করবে। কিন্তু ততক্ষণে ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা সমবেত হয়েছে এবং তারা সংঘর্ষে জড়িয়েছে।'

উপাচার্য বলেন, 'গত এক বছরে এক দিনের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়নি। এখন কেন নিজেদের অন্তর্কোন্দল নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকল—এ প্রশ্ন আমার ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।'

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি খন্দকার বজলুল হক বলেন, নিজেদের মধ্যে কলহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করা হাস্যকর।

টুকু যেভাবে আহত হন : শাহবাগ থানার একজন কর্মকর্তা জানান, ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও সাধারণ সম্পাদক আলিম কলাভবনের একটি কক্ষে আশ্রয় নিয়ে পুলিশ ও প্রক্টরের সাহায্য চান। এর পরই পুলিশ যেকোনো মূল্যে তাঁদের উদ্ধার করতে চায়। পুলিশের পরিকল্পনা ছিল কলাভবনের সামনের গেট দিয়ে তাঁদের নিরাপদে বের করা।

পুলিশ এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রদলের একাধিক নেতা জানান, আলিমের পরামর্শেই তাঁকে কলাভবনের পেছনের গেট দিয়ে বের করা হয় এবং সেখানেই তিনি হামলার শিকার হন। আইবিএ ও মধুর ক্যান্টিনের সামনে থেকে ছাত্রদলের বঞ্চিতরা এবং লেকচার থিয়েটারের সামনে তাদের কিছু বন্ধু (এরা সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগের কর্মী) তাঁকে সেখানে মারধর করে। তবে প্রক্টর ও পুলিশের ভূমিকার কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। অভিযোগ আছে, আলিমের পরামর্শেই সোমবার বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করেন টুকু। কিন্তু পরে টুকুকে বিপদে ফেলে সরে পড়েন আলিম।

ছাত্রদলের বঞ্চিত গ্রুপের নেতা আহসানউদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০০৮ সালের ১ জুলাই টুকু ও আলিমের নেতৃত্বে ছাত্রদলের পাঁচ সদস্যের কমিটি হওয়ার পর সে সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিদ্রোহ করেছিলেন। আলিম তখন তাঁদের বলেছিলেন, ফিরোজ ও মামুনকে প্রতিহত করতে পারলে ভবিষ্যতে তাঁদের পদ দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী তাঁরা কাজ করেন। কিন্তু ১ জানুয়ারি কমিটি গঠনের পর দেখা যায়, তাঁদের কাউকে পদ দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে জানতে চাইলে আলিম বলেন, টুকুই তাঁদের পদ দেননি। তাঁর (আলিম) কিছু করার ছিল না। এসব বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলিম বলেন, পদ না পেয়ে এখন অনেকেই অনেক কথা বলছে। ছাত্রদলের মতো সংগঠনে সবাইকে পদ দেওয়া সম্ভব নয়।

তবে বঞ্চিত নেতাদের অভিযোগ, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের কাছে টুকুর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করছেন আলিম। কিন্তু তিনি বঞ্চিতদের ব্যবহার করে পথের কাঁটা সরিয়ে আবার সংস্কারপন্থীদের দলে টেনেছেন; বাদ দিয়েছেন ছাত্রদলের ত্যাগী নেতাদের। এ কারণেই আজকে ছাত্রদলে এত সমস্যা।

তদন্ত কমিটি : গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভা বসে। সভা শেষে সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য হারুন-অর-রশিদকে আহ্বায়ক করে আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন সদরুল আমিন, আনোয়ার হোসেন, তাজমেরী এস এ ইসলাম, সাদেকা হালিম, মো. রহমতউল্লাহ, এস এম বাহালুল মজনুন ও এ কে এম সাইফুল ইসলাম।